১৯৭২ সালে সদ্য স্বাধীন বাংলাদেশে দেশব্যাপী শুধু ধ্বংসস্তুপ, বিরাজমান বিভীষিকাময় পরিস্থিতিতে যুদ্ধাহত, পঙ্গুত্ববরণকারীসহ আপামর জনতার কান্ডারিরূপে সোনার বাংলা গড়ার দৃঢ় প্রত্যয়ে আবারও অগ্রপথিকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হলেন বাংলাদেশের স্থপতি, সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, বাংলার অবিসংবাদিত নেতা জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান।

১.০ দারিদ্র্য বিমোচন ও শোষণমুক্ত দেশ গড়ার প্রত্যয়

দারিদ্র্য বিমোচন ও শোষণমুক্ত দেশ গড়ার প্রত্যয়ে ১৯৭২ সালেই বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান যুদ্ধ-শিশুদের পুনর্বাসনের নিমিত্ত বাংলাদেশ পরিত্যক্ত শিশু অধ্যাদেশ, ১৯৭২ জারি; বাংলাদেশে 'SOS শিশু পল্লী' স্থাপনে চুক্তি সম্পাদন, অনাথ শিশুদের জন্য আন্তঃরাষ্ট্রীয় দত্তক প্রদান প্রকল্প গ্রহণ, বীরাঙ্গনা নারীদের পুনর্বাসনে ইস্কাটন গার্ডেন রোডে অবস্থিত তৎকালীন সমাজকল্যাণ প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে নারী পুনর্বাসন বোর্ড স্থাপন, এতিম শিশু ও দুস্থ নারীদের জন্য প্রতিটি ১০০ আসন বিশিষ্ট ৫৬টি কেয়ার এন্ড প্রোটেকশন সেন্টার (CPC) স্থাপন করেন যা বর্তমানে 'সরকারি শিশু পরিবার' হিসেবে পরিচালিত হচ্ছে। প্রতিবন্ধী, হতভাগ্য ও অসহায় জনগণের জন্য সামাজিক নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণকে রাষ্ট্রের সাংবিধানিক দায়বদ্ধতায় আনয়নের জন্য তিনি দূরদর্শিতার নিদর্শনস্বরূপ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানে ১৫(ঘ) অনুচ্ছেদ সন্নিবেশিত করেন। ১৯৭৩ সালে সমাজকল্যাণমূলক কার্যক্রমের প্রতি বিশেষ গুরুত্বারোপ করে প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা প্রণীত হয়, সমাজকল্যাণ বিভাগে গবেষণা ও মূল্যায়ন শাখা স্থাপন, কুটিরশিল্পের মাধ্যমে নিম্নবিত্ত মহিলাদের পুনর্বাসনের জন্য ঢাকার মিরপুর এবং রংপুরের শালবনে স্থাপন করা হয় আর্থ-সামাজিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র। ১৯৭৪ সালে শিশু আইন প্রণয়ন, ৪৭টি বিদ্যালয়ে সমন্বিত অন্ধ শিক্ষা কার্যক্রম প্রবর্তন, পল্লী পরিবার ও শিশু কল্যাণ কার্যক্রম চালুকরণ, পল্লীকেন্দ্রিক সমাজকল্যাণ কর্মসূচি, ভিক্ষুক পুনর্বাসনে আর্থ-সামাজিক কর্মসূচি গ্রহণ, শিশু অধিকার নিশ্চিতকরণার্থে পৃথক কিশোর আদালত প্রতিষ্ঠার সুপারিশ বাস্তবায়নে উদ্যোগ গ্রহণ ও সমাজকল্যাণ পরিদপ্তরকে সমাজকল্যাণ বিভাগে রূপান্তর করা হয়। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান স্বাধীন বাংলাদেশে প্রথম সুদমুক্ত ক্ষুদ্রঋণের পথিকৃৎ হিসাবে পল্লী সমাজসেবা (RSS) কার্যক্রমের শুভসূচনা করেন। ১৯৭৫ সালে বাংলাদেশ পরিত্যক্ত শিশু (বিশেষ বিধান) ১৯৭৫, বিধিমালা প্রণীত হয়। জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণে নারীবান্ধব পল্লী মাতৃকেন্দ্র (RMC) স্থাপন করেন জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। স্বাধীন বাংলাদেশে প্রত্যাবর্তন থেকে শুরু করে শাহাদাতবরণের পূর্ব পর্যন্ত ০৩ বছর ০৭ মাস ০৫ দিন সময় পেলেও সমাজকল্যাণমূলক কার্যক্রমকে অগ্রাধিকারভিত্তিতে বাস্তবায়নের জন্য তাঁর সংক্ষিপ্ত জীবদ্দশায় ৫৩টি উন্নয়ন প্রকল্প গৃহীত হয়।

১.১ উন্নয়ন ও সমৃদ্ধির অব্যাহত অগ্রযাত্রা শুরু

কাল পরিক্রমায় ১৯৯৬ সালে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা কর্তৃক জাতির পিতার রেখে যাওয়া সাংবিধানিক বাধ্যবাধকতা ও বলিষ্ঠ স্বকীয় নেতৃত্বের দ্বারা দুস্থ, দরিদ্র্য, অবহেলিত, অনগ্রসর, সুবিধাবঞ্চিত পশ্চাৎপদ জনগোষ্ঠীর জন্য টেকসই নিরাপত্তা বেষ্টনী তথা সামাজিক নিরাপত্তামূলক জুতসই কর্মসূচি বাস্তবায়নের মাধ্যমে শুরু হয় উন্নয়ন ও সমৃদ্ধির অব্যাহত অগ্রযাত্রা। উপযুক্ত 'পল্লী সমাজসেবা' ও 'পল্লী মাতৃকেন্দ্র'সহ বর্তমানে 'শহর সমাজসেবা কার্যক্রম' এবং 'দগ্ধ ও প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের পুনর্বাসন কার্যক্রম'সহ মোট ৪টি দারিদ্র্য বিমোচন কার্যক্রম চলমান। এ সকল কার্যক্রমের আওতায় শতকরা ৫ ভাগ সার্ভিস-চার্জের বিনিময়ে জনপ্রতি ৫,০০০ টাকা থেকে ৫০,০০০ টাকা পর্যন্ত সুদমুক্ত ক্ষুদ্রঋণ প্রদান ও বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে তহবিলের মোট ৮২৩ কোটি ৭ লক্ষ টাকা উৎপাদনশীল ও আয়বর্ধক কাজে লাগিয়ে এযাবৎ ৬১ লক্ষ ৮৩ হাজার ৭৯২টি পরিবারকে সমাজের মূল স্রোতধারায় যুক্ত করা হয়েছে। স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণে চতুর্থ

শিল্পবিপ্লব মোকাবেলা করার নিমিত্ত ৮০টি শহর সমাজসেবা কার্যালয়ের প্রশিক্ষণ কার্যক্রমকে কাঙ্ক্ষিত মানে উন্নীত করার লক্ষ্যে বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষাবোর্ডের অনুমোদনক্রমে 'দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র' হিসেবে রূপান্তর করা হয়েছে।

মানব জীবনচক্র পরিক্রমায় প্রথমেই আসে শৈশব। তাই জীবনচক্রের ক্রমানুসারে সমাজসেবা অধিদপ্তর কর্তৃক পরিচালিত উল্লেখযোগ্য কার্যক্রমসমূহ হলো প্রাতিষ্ঠানিক, সামাজিক নিরাপত্তা, কার্যক্রম ও পরিকল্পনা বিষয়ক।

২.০ প্রাতিষ্ঠানিক কার্যক্রম

২.১ ছোটমনি নিবাস

সমাজসেবা অধিদপ্তর শিশুদের বিকাশ, সুরক্ষা ও উন্নয়নের লক্ষ্যে বিভিন্ন ধরনের ২১৩টি প্রাতিষ্ঠানিক কার্যক্রম পরিচালনা করছে। পরিত্যক্ত, ঠিকানাহীন, দাবিদারহীন ও পাচারকারীদের নিকট থেকে উদ্ধারকৃত এবং ০-৭ বছর বয়স পর্যন্ত শিশুদের গ্রহণ, রক্ষণাবেক্ষণ, ভরণপোষণ, সেবাযত্ন, চিকিৎসাসহ লালন– পালনের জন্য দেশের বিভাগীয় শহরে প্রতিটি ১০০ আসনবিশিষ্ট ৬টি ছোটমণি নিবাস রয়েছে। বয়সভেদে এ সকল শিশুকে অধিদপ্তর কর্তৃক পরিচালিত সরকারি শিশু পরিবার/ অন্যান্য প্রতিষ্ঠানে স্থানান্তরপূর্বক শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ প্রদান করে কর্মসংস্থানের মাধ্যমে সামাজিকভাবে পুনর্বাসনের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। ছোটমনি নিবাসগুলোতে বর্তমানে ১৩৮ জন নিবাসী অবস্থান করছে।

২.২ সরকারি শিশু পরিবার

অনাথ শিশুদের পারিবারিক পরিবেশে স্নেহ– ভালবাসা ও যত্নের সাথে গড়ে তোলার লক্ষ্যে সমগ্র দেশে বালকদের জন্য ৪৩টি, বালিকাদের জন্য ৪১টি এবং বালক ও বালিকা উভয়ের জন্য ১টি প্রতিষ্ঠানসহ ৮৫টি শিশু পরিবার পরিচালিত হচ্ছে। এসব শিশু পরিবারে মোট আসনসংখ্যা ১০,৩০০টি, বর্তমানে ৭২৮৭ জন নিবাসী অবস্থান করছে। শিশু পরিবারগুলোতে ৬-১৮ বছর বয়স পর্যন্ত শিশুদের সাধারণ শিক্ষা, স্বাস্থ্য, নিরাপত্তা, প্রশিক্ষণ, চিত্তবিনোদন এবং পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা হয়ে থাকে। তাছাড়া প্রতিটি শিশু পরিবারে প্রবীণদের জন্য ১০টি স্বতন্ত্র আসন নির্ধারিত থাকায় আগ্রহী ৮৫০ জন প্রবীণ নাগরিকও শিশুদের সঙ্গলাভে পারিবারিক পরিবেশে বসবাস করতে পারেন।

২.৩ দুস্থ শিশু প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসন কেন্দ্র

দরিদ্র, অসহায়, ছিন্নমূল ও দুস্থ শিশুদের রক্ষণাবেক্ষণ, ভরণপোষণ, শিক্ষা, প্রশিক্ষণ এবং অন্যান্য উপায়ে সুনাগরিক হিসেবে গড়ে তোলা এবং তাদের পুনর্বাসনের জন্য সমাজসেবা অধিদপ্তর পরিচালিত ৩টি দুস্থ শিশু প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসন কেন্দ্রে ৩৫৩ জন নিবাসী অবস্থান করছে; এ কেন্দ্রগুলোর সর্বোচ্চ ধারণক্ষমতা ৭৫০ জন।

২.৪ এতিম ও প্রতিবন্ধী ছেলেমেয়েদের কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র

এতিম ও প্রতিবন্ধীদের যুগোপোযোগী কারিগরি প্রশিক্ষণ প্রদানপূর্বক কর্মসংস্থানের মাধ্যমে সমাজে পুনর্বাসন করার লক্ষ্যে প্রতিটি ১০০ আসন বিশিষ্ট ৬টি কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে ১৪২ জন প্রশিক্ষণার্থী প্রশিক্ষণ গ্রহণ করছে।

২.৫ প্রাক-বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র

শিশু পরিবারের শিশুদের কারিগরি দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য রয়েছে ৫টি প্রাক-বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র। এ কেন্দ্রসমূহে ৯৪ জন শিশুকে লাইট ইঞ্জিনিয়ারিং, ডিজেল মেকানিজম, সাধারণ ফিটার্স, ওয়েল্ডিং, কাঠের কাজ ইত্যাদি বিষয়ে দক্ষ কারিগর দ্বারা প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়।

২.৬ শেখ রাসেল শিশু প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসন কেন্দ্র

সমাজসেবা অধিদপ্তর "শেখ রাসেল শিশু প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসন কেন্দ্র" নামে একটি কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে। "শেখ হাসিনার হাতটি ধরে, পথের শিশু যাবে ঘরে" এই প্রত্যয়ে সরকারের ১৯৯৬-২০০১ মেয়াদে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সদয় নির্দেশনা

মতে এতিম, অসহায়-প্রতিবন্ধী, অবহেলা ও সহিংসতার শিকার, পাচার থেকে উদ্ধারকৃত, হারিয়ে যাওয়া ও ঝুঁকিতে থাকা শিশুদের তাৎক্ষণিক আশ্রয়, লালন-পালন, শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ প্রদান এবং তাদের পুনর্বাসনের লক্ষ্যে গোপালগঞ্জের টুঙ্গিপাড়ায় শেখ রাসেল দুস্থ শিশু প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসন কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করা হয়।

সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় বিশ্বব্যাংকের আর্থিক (আইডিএ ক্রেডিট) সহায়তায় ২০০৯ সালে চালুকৃত সার্ভিসেস ফর চিলড্রেন অ্যাট রিস্ক (স্কার) শীর্ষক প্রকল্পটি জুন ২০১৬ তে সমাপ্ত হয়। সমাপ্ত প্রকল্পের কার্যক্রম গোপালগঞ্জের টুঙ্গিপাড়ার আদলে বর্তমানে সমগ্র বাংলাদেশে ১৩টি শেখ রাসেল শিশু প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসন কেন্দ্রের মাধ্যমে কর্মসূচি হিসেবে পরিচালিত হচ্ছে। কেন্দ্রসমূহ যথাক্রমে গাজীপুর, চট্টগ্রাম, খুলনা, রাজশাহী, বরিশাল, সিলেট, রংপুর, কুষ্টিয়া, ফরিদপুর, বরগুনা, কক্সবাজার, জামালপুর ও শিবগঞ্জ, চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলায় স্থাপিত। প্রতিটি কেন্দ্রে পৃথক ভবনে সর্বোচ্চ ১০০ ছেলে শিশু ও ১০০ মেয়ে শিশুর আবাসন সুবিধা রয়েছে। কেন্দ্রসমূহের মাধ্যমে পথশিশুসহ ঝুঁকিতে থাকা শিশুদের সুরক্ষার জন্য আশ্রয় ও প্রয়োজনীয় সেবা (খাদ্য, প্রয়োজনীয় পোশাক, স্বাস্থ্যসেবা, মনো-সামাজিক সহায়তা, জীবন দক্ষতা উন্নয়ন, শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ) প্রদান করে পরিবার বা অন্য কোনো প্রতিষ্ঠান/বিকল্প জীবিকায়নের মাধ্যমে তাদের পুনঃএকত্রকরণ/পুনর্বাসন নিশ্চিত করা হয়।

২.৭ বাক্-শ্রবণ প্রতিবন্ধী বিদ্যালয়

মুক ও বধিরদের জন্য ১০০ আসনবিশিষ্ট ৪টি সরকারি বাক্-শ্রবণ প্রতিবন্ধী বিদ্যালয় রয়েছে। এ সকল প্রতিষ্ঠানে ২৭২ জন মুক ও বধির শিক্ষার্থীকে ভরণপোষণ, শিক্ষা, প্রশিক্ষণ, চিকিৎসা, চিত্তবিনোদন ও পুনর্বাসনের মাধ্যমে সমাজে প্রতিষ্ঠিত করার কাজে নিয়োজিত রয়েছে সমাজসেবা অধিদপ্তর।

২.৮ দৃষ্টি প্রতিবন্ধী বিদ্যালয়

দৃষ্টি প্রতিবন্ধী শিশুদের জন্য বরিশালে ১১০ আসনবিশিষ্ট একটি বিদ্যালয়ে ৫১ জন শিক্ষার্থীকে ভরণপোষণ, শিক্ষা, প্রশিক্ষণ, চিকিৎসা, চিত্তবিনোদন ও পুনর্বাসনের মাধ্যমে সমাজে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার যোগ্য করা হচ্ছে।

২.৯ সমন্বিত দৃষ্টি প্রতিবন্ধী শিক্ষা কার্যক্রম

দেশের ৬৪টি জেলায় সমন্বিত দৃষ্টি প্রতিবন্ধী শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে যার অনুমোদিত আসন সংখ্যা মোট ৬৪০টি। বর্তমানে শিক্ষার্থীর সংখ্যা ৪৪২ জন।

২.১০ শারীরিক প্রতিবন্ধীদের প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসন কেন্দ্র (ইআরসিপিএইচ)

দৃষ্টি প্রতিবন্ধী, বাক্-শ্রবণ ও শারীরিক প্রতিবন্ধী যুবকদেরকে বিভিন্ন প্রকার কারিগরি প্রশিক্ষণ সফলভাবে সমাপ্তির পর পুনর্বাসনের উদ্দেশ্যে প্রত্যেক প্রশিক্ষণার্থীকে ৪০০০ টাকা হারে অনুদান প্রদান করা হয়ে থাকে। বয়স্ক দৃষ্টিপ্রতিবন্ধীদের বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণের মাধ্যমে আত্মনির্ভরশীল করে গড়ে তোলার লক্ষ্যে টঙ্গীতে ৫০টি আসন বিশিষ্ট প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসন কেন্দ্রে ৫০ জনকে প্রশিক্ষণ দেওয়া যায়।

২.১১ মানসিক প্রতিবন্ধী শিশুদের প্রতিষ্ঠান

মানসিক প্রতিবন্ধী শিশুদের রক্ষণাবেক্ষণ ও চিকিৎসা সেবা প্রদানের মাধ্যমে সুস্থ ও স্বাভাবিক জীবনে ফিরিয়ে আনার লক্ষ্যে চট্টগ্রাম জেলার রউফাবাদে ৭৫ আসন বিশিষ্ট মানসিক প্রতিবন্ধী শিশুদের প্রতিষ্ঠানে বর্তমানে নিবাসীর সংখ্যা ১৮৮ জন। এ প্রতিষ্ঠানে শিশুদের সাধারণ শিক্ষার পাশাপাশি বিভিন্ন বিষয়ে কারিগরি প্রশিক্ষণ প্রদানসহ ফিজিওথেরাপি, স্পিচথেরাপি ও সাইকোথেরাপির ব্যবস্থা রয়েছে।

২.১২ শিশু উন্নয়ন কেন্দ্র ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠান

বিভিন্ন অপরাধ বা আইনের সাথে সংঘাতে জড়িত শিশুদের উন্নয়নের জন্য ৩টি শিশু উন্নয়ন কেন্দ্র রয়েছে যার একটি মেয়েদের জন্য। শিশু উন্নয়ন কেন্দ্রগুলোর মোট আসনসংখ্যা ৬০০টি হলেও বর্তমানে ১২২৩ জন শিশু কেন্দ্রগুলোতে অবস্থান করছে। একইভাবে মহিলা ও শিশু-কিশোরী হেফাজতিদের কারাগারের বাইরে নিরাপদে রাখার জন্য ৬টি মহিলা ও শিশু-

কিশোরী হেফাজতীদের নিরাপদ আবাসন কেন্দ্রে মোট আসনসংখ্যা ৩০০টির মধ্যে বর্তমানে ৪৫০ জন অবস্থান করছে। এছাড়া অনৈতিক ও অসামাজিক পেশায় জড়িত মেয়েদের প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসনের জন্য ৬টি 'সামাজিক প্রতিবন্ধী মেয়েদের প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসন কেন্দ্র' রয়েছে। যার আসনসংখ্যা ৬০০টি। এখানে বর্তমানে ১৪২ জন অবস্থান করছেন।

২.১৩ জাতীয় বিশেষ শিক্ষা কেন্দ্র

উচ্চতর শিক্ষা গ্রহণের জন্য মিরপুর, ঢাকায় অবস্থিত জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় অধিভুক্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান 'জাতীয় বিশেষ শিক্ষা কেন্দ্রতে' ব্যাচেলর অব স্পেশাল এডুকেশন (BSED) ডিগ্রিসহ মাস্টার্স অব স্পেশাল এডুকেশন (MSED) ডিগ্রি অর্জনের ব্যবস্থা রয়েছে।

২.১৪ ক্যাপিটেশন গ্র্যান্ট

দেশের এতিম ও অনাথ শিশুদের কল্যাণে বেসরকারি ব্যবস্থাপনায় স্থাপিত এতিমখানার মধ্যে কমপক্ষে ৫০% থেকে বিশেষ বিবেচনায় ১০০% নিবাসীদেরকে মাথাপিছু মাসিক ২,০০০ টাকা হারে সরকারি অনুদান দেওয়া হয়। বর্তমানে ক্যাপিটেশন গ্র্যান্টপ্রাপ্ত এতিমখানার সংখ্যা ৪০৬১টি। ২০২২-২৩ অর্থবছরে বরাদ্দের পরিমাণ ২৮০ কোটি টাকা এবং কমবেশি উপকারভোগী নিবাসীর সংখ্যা ১,১৬,৬৬৬ জন।

২.১৫ চাইল্ড হেল্প লাইন

শিশু সুরক্ষা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা কর্তৃক উদ্বোধনের দিন থেকে সমাজসেবা অধিদপ্তর ও ইউনিসেফ-এর সহায়তায় 'চাইল্ড হেল্প লাইন-১০৯৮' সেবা প্রদান করা হচ্ছে। এ যাবৎ ৯,৩৮,০২০ জন শিশুকে বিভিন্ন ধরনের সেবা প্রদান করা হয়েছে; এমনকি এ সেবার মাধ্যমে ৩৬৪৪ জন শিশুর বাল্যবিবাহ বন্ধ করা সম্ভব হয়েছে।

৩.০ প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধি

সমাজসেবা অধিদপ্তরের কাজের পরিধি বহুগুণে বৃদ্ধি পেয়েছে। কার্যক্রমের সঠিক তদারকি জোরদারকরণ ও প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিভাগীয় সমাজসেবা কার্যালয় স্থাপন, প্রশাসনিক কাঠামোতে অন্তর্ভুক্তি ও জনবল নিয়োগ করা হয়েছে। সমাজসেবা অধিদপ্তরের কর্মকর্তাদের পেশাগত দক্ষতা ও মানোন্নয়নের লক্ষ্যে জাতীয় সমাজসেবা একাডেমিতে কর্মকর্তাদের বুনিয়াদি প্রশিক্ষণসহ বিভিন্ন ধরনের প্রশিক্ষণ ও রিফ্রেশার্স কোর্স সম্পন্ন হচ্ছে। অন্যদিকে সমাজসেবা অধিদপ্তরের ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণির কর্মচারীদের জন্য ৬টি আঞ্চলিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র রয়েছে। ডিজিটাল কাজের স্বীকৃতিস্বরূপ সমাজসেবা অধিদপ্তর তৃতীয় জাতীয় ডিজিটাল বাংলাদেশ দিবস ২০১৯– এ শ্রেষ্ঠ সরকারি দপ্তর হিসেবে পুরস্কার লাভ করে।

৪.০ সামাজিক নিরাপত্তা কার্যক্রম

৪.১ বয়স্ক ভাতা

দেশে প্রথম বয়স্ক ভাতা প্রচলনের যুগান্তকারী পদক্ষেপ গৃহীত হয় ১৯৯৭-৯৮ অর্থবছরে 'বয়স্ক ভাতা' কর্মসূচির মাধ্যমে। প্রাথমিকভাবে দেশের সকল ইউনিয়নের প্রতিটি ওয়ার্ডে ৫ জন পুরুষ ও ৫ জন মহিলাসহ ১০ জন দরিদ্র বয়স্ক ব্যক্তিকে প্রতিমাসে ১০০ টাকা হারে ৩ মাসের ভাতা প্রদানের মাধ্যমে এ কার্যক্রম শুরু হয়। শুরুর সময় বাজেট ছিল ১২.৫০ কোটি টাকা, যা বর্তমানে ৩৪৪৪.৫৪ কোটি টাকায় উন্নীত হয়েছে। বাজেট বৃদ্ধির হার ২৭৫ গুণ। দেশের ৫৭.০১ লক্ষ বয়স্ক উপকার ভোগীর ভাতা Government to Person (G2P) পদ্ধতিতে ভোগান্তি ছাড়াই অল্প সময়ে তাদের দোরগোড়ায় পৌঁছে যাচ্ছে। বাংলাদেশের সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনীর আওতায় বিভিন্ন প্রকার ভাতাভোগী জনগোষ্ঠীর সংখ্যা বিশ্বে ১৪৪টি এমন দেশ আছে তাদের প্রতিটি দেশের পৃথক জনসংখ্যা অপেক্ষা অধিক।

৪.২ বিধবা ও স্বামী নিগৃহীতা মহিলা ভাতা

বিধবা ও স্বামী নিগৃহীতা দুস্থ নারীদের দুর্দশা লাঘবে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বিধবা ও স্বামী নিগৃহীতা মহিলা ভাতা প্রবর্তন করেন ১৯৯৮ সালে। প্রথম বছর ৪ লক্ষ ৩ হাজার ১১০ জনকে এককালীন মাসিক ১০০ টাকা হারে ভাতা প্রদান শুরু করা হলেও চলতি অর্থবছরে ভাতাভোগীর সংখ্যা ২৪ লক্ষ ৭৫ হাজার জনে উন্নীত হওয়ায় পরিসর বৃদ্ধি পেয়েছে ৬.১৪ গুন। শুরুতে বরাদ্দ ছিল ৪ কোটি ৩ লক্ষ টাকা, যা বর্তমানে বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১,৪৯৫ কোটি ৪০ লক্ষ টাকা অর্থাৎ বরাদ্দের পরিমাণও বেড়েছে ৩৭০.৯৭ গুণ।

৪.৩ প্রতিবন্ধী ভাতা

সরকার প্রতিবন্ধীদের জন্য প্রতিবন্ধী ভাতা কর্মসূচি গ্রহণ করে। শুরুতে ১.০৪ লক্ষ প্রতিবন্ধী ব্যক্তিকে মাসিক ২০০ টাকা হারে ভাতা প্রদান করা হয়। বর্তমান ৮৫০ টাকা হারে ২৩.৬৫ লক্ষ প্রতিবন্ধী এ ভাতাভোগীর আওতাভুক্ত। সূচনাতে এ খাতে বরাদ্দ ছিল ২৪ কোটি ৯৯ লক্ষ টাকা, যা বর্তমানে ১০ গুণেরও অধিক বেড়ে ২,৪২৯ কোটি ১৮ লক্ষ টাকায় উন্নীত হয়েছে।

৪.৪ প্রতিবন্ধী শিক্ষা উপবৃত্তি

প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের শিক্ষা কার্যক্রম সহজ করতে প্রতিবন্ধী শিক্ষা উপবৃত্তি কর্মসূচি গৃহীত হয়। শুরুতে ১২ হাজার ২০৯ জন প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীকে এ কর্মসূচির আওতায় আনা হয়। প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের প্রাথমিক স্তরে ৭৫০ টাকা, মাধ্যমিক স্তরে ৮০০ টাকা, উচ্চ মাধ্যমিক স্তরে ৯০০ টাকা এবং উচ্চতর স্তরে ১,৩০০ টাকা প্রদান করা হচ্ছে। বর্তমানে প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষার বিভিন্ন সোপানে ১ লক্ষ জন প্রতিবন্ধী শিক্ষা উপবৃত্তি পাচ্ছেন। প্রথমদিকে এ খাতে বরাদ্দ ছিল ৫ কোটি টাকা, যা বর্তমানে ১৯.১৩ গুণ বৃদ্ধি পেয়ে ৯৫ কোটি ১৩ লক্ষ টাকা হয়েছে।

৪.৫ হিজড়া, বেদে ও অনগ্রসর জনগোষ্ঠীর ভাতা, উপবৃত্তি ও প্রশিক্ষণ

সমাজের পিছিয়ে পড়া সকল জনগোষ্ঠীকে উন্নয়নের মূলধারায় সম্পৃক্ত করতে কাজ করে সমাজসেবা অধিদপ্তর। এরই ধারাবাহিকতা হিজড়া, বেদে ও অনগ্রসর জনগোষ্ঠীকে ভাতা, উপবৃত্তি ও প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষ জনশক্তিতে রূপান্তরের লক্ষ্যে ২০১২-২০১৩ অর্থবছরে কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়। চলতি অর্থবছরে হিজড়া জনগোষ্ঠীর ২,৬০০ জন ভাতাভোগী হিসাবে ১২২৫ জন শিক্ষা উপবৃত্তি এবং ৯৬০ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। বেদে জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়নে চলতি অর্থবছরে ৫০৬৬ জন বয়স্ক/বিশেষ ভাতা, ৩৯৯৮ জন শিক্ষা উপবৃত্তি, ২৫০ জন প্রশিক্ষণ এবং ২৫০ জনকে প্রশিক্ষণোত্তর সহায়তা প্রদান করা হয়েছে। এছাড়া অনগ্রসর জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়নে চলতি অর্থবছরে ২১,৯০৩ জনকে উপবৃত্তি, ৪৫,২৫০ জনকে ভাতা, ১,২১০ জনকে প্রশিক্ষণ ও ১,০০০ জনের প্রত্যেককে ১০,০০০ টাকা করে আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে প্রশিক্ষণোত্তর সহায়তা প্রদান করা হয়েছে।

৪.৬ ক্যান্সার, কিডনি, লিভার সিরোসিস, স্ট্রোকে প্যারালাইজড, জন্মগত হৃদরোগ ও থ্যালাসেমিয়ায় আক্রান্ত রোগীর সহায়তা

ক্যান্সার, কিডনি, লিভার সিরোসিস, স্ট্রোকে প্যারালাইজড, জন্মগত হৃদরোগ ও থ্যালাসেমিয়ায় আক্রান্ত রোগী ও তার পরিবারকে চিকিৎসা ব্যয় বহনে আর্থিক সহায়তা করা এবং রোগীকে সুস্থ ও স্বাভাবিক জীবনে ফিরিয়ে আনার লক্ষ্যে জনপ্রতি একই অর্থবছরের এককালীন ৫০ হাজার টাকা করে প্রদানের নিমিত্ত ২০১৩-১৪ অর্থবছরে কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়। প্রথম বছরে বরাদ্দ ছিল ২.৮২ কোটি টাকা, বর্তমানে যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ২০০ কোটি টাকায় এবং শুরুতে উপকারভোগী ছিল ৫৬১ জন, যা চলতি অর্থবছরে ৪০ হাজার জনে উন্নীত হয়েছে।

৪.৭ ভিক্ষাবৃত্তি নিরসন

সরকার ভিক্ষাবৃত্তির মতো অমর্যাদাকর পেশা থেকে মানুষকে নিবৃত্ত করার লক্ষ্যে ২০১০ সালে 'ভিক্ষাবৃত্তিতে নিয়োজিত জনগোষ্ঠীর পুনর্বাসন ও বিকল্প কর্মসংস্থান' নামে কর্মসূচি গ্রহণ করে। এ কর্মসূচির মাধ্যমে এ যাবৎ ১৪,৭০৭ জন ভিক্ষুককে

পুনর্বাসন করা হয়েছে। চলতি অর্থবছরে ১২ কোটি টাকা ব্যয়ে ৩ হাজার ৫০ জন ভিক্ষুককে পুনর্বাসনের লক্ষ্যে কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে। ভিক্ষাবৃত্তিতে নিয়োজিত ও ভবঘুরে ব্যক্তিদের জন্য বিদ্যমান ৬টি আশ্রয়কেন্দ্রের মধ্যে ইতোমধ্যে ২টি পৃথক শেড নির্মিত হয়েছে। অবশিষ্ট ৪টির নির্মাণ কাজ দ্রুতগতিতে এগিয়ে চলছে।

৫.০ কার্যক্রম সংশ্লিষ্ট বিষয়াদি

৫.১ হাসপাতাল সমাজসেবা কার্যক্রম

সমাজসেবা অধিদপ্তরাধীন হাসপাতাল সমাজসেবা কার্যালয়ের 'রোগী কল্যাণ সমিতি'র মাধ্যমে হাসপাতালে আগত গরিব, অসহায় ও দুস্থ রোগীদের ঔষধ, রক্ত, খাদ্য, বস্ত্র, চশমা, হুইল চেয়ার ও অন্যান্য চিকিৎসা সহায়ক সামগ্রীর মাধ্যমে রোগীদের আর্থিক, সামাজিক ও মানসিক সেবা প্রদান করা হয়ে থাকে। ঢাকা মহানগরীসহ জেলা পর্যায় ১০৮টি ও সকল উপজেলা স্বাস্থ্য কমপেক্স ৪২০টিসহ সর্বমোট ৫২৮টি ইউনিটে এ কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। ২০২১-২০২২ অর্থবছরে সর্বমোট উপকৃত রোগীর সংখ্যা: ৭ লক্ষ ৩৩ হাজার ৬৭৭ জন। শুরু হতে নভেম্বর ২০২২ পর্যন্ত আর্থিক, সামাজিক ও মানসিকভাবে সহায়তাপ্রাপ্ত রোগীর সংখ্যা ৪ কোটি ২৭ লক্ষ ৪২ হাজার ৪৫৭ জন।

৫.২ প্রবেশন কার্যক্রম

সমাজসেবা অধিদপ্তর The Probation of Offenders Ordinance, ১৯৬০ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে প্রবেশন কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে। বর্তমানে ৬৪টি জেলা এবং মুখ্য মহানগর হাকিম আদালত ৬টিসহ (ঢাকা, চট্টগ্রাম, রাজশাহী, খুলনা, সিলেট, বরিশাল) সর্বমোট ৭০টি ইউনিটে প্রবেশন অ্যান্ড আফটার কেয়ার কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। সারাদেশে প্রবেশন অফিসারের তত্ত্বাবধানে বর্তমানে প্রবেশনারের সংখ্যা ৬৪৬৩ জন, ডাইভারশনপ্রাপ্ত শিশু রয়েছে ১১৪১ জন এবং অপরাধী সংশোধন ও পুনর্বাসন সমিতির মাধ্যমে কারাগারের অভ্যন্তরে বিভিন্ন ট্রেডের মাধ্যমে ২০০১ জনের প্রশিক্ষণ চলমান রয়েছে।

৫.৩ স্বেচ্ছাসেবী সমাজকল্যাণ সংস্থা নিবন্ধন কার্যক্রম

সমাজসেবা অধিদপ্তর স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা নিবন্ধন প্রদান করে থাকে। নিবন্ধিত সংস্থাগুলো ১৫টি বিভিন্ন ধরনের সামাজিক কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য কাজ করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। বর্তমানে দেশব্যাপী ৬৪ জেলা সমাজসেবা কার্যালয় থেকে এ পর্যন্ত ৬৮,৮৯৮টি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা নিবন্ধিত হয়ে সমাজসেবার ক্ষেত্রে ইতিবাচক ভূমিকা রাখছে।

৫.৪ প্রবীণ জনগোষ্ঠীর কল্যাণ

বর্তমানে দেশে প্রবীণ ব্যক্তির সংখ্যা ১ কোটি ৫৩ লক্ষ, যা মোট জনসংখ্যার ৯ শতাংশের অধিক। সেজন্য সরকার ইতোমধ্যে প্রবীণ জনগোষ্ঠীর কল্যাণ ও সুরক্ষায় বিভিন্ন ধরনের কর্মকৌশল ও পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। তারই ধারাবাহিকতায় জাতীয় প্রবীণ নীতিমালা, ২০১৩ প্রণয়ন, পিতা-মাতার ভরণ-পোষণ আইন, ২০১৩ প্রণয়ন, ২০১৪ সালে প্রবীণ ব্যক্তিদের 'সিনিয়র সিটিজেন' হিসেবে ঘোষণা, প্রতিটি শিশু পরিবারে প্রবীণদের জন্য ১০টি স্বতন্ত্র আসন নির্ধারিত থাকায় আগ্রহী ৮৫০ জন প্রবীণ নাগরিকও শিশুদের সঙ্গলাভে পারিবারিক পরিবেশে বসবাস করার ব্যবস্থা রয়েছে। তাছাড়া ৮ বিভাগে প্রবীণদের জন্য ৮টি শান্তি নিবাস স্থাপনের জন্য নির্মাণকাজ দ্রুতগতিতে এগিয়ে চলেছে।

৬.০ পরিকল্পনা বিষয়ক কার্যক্রম গ্রহণ

৬.১ উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণ

সমাজসেবা অধিদপ্তর উন্নত রাষ্ট্র বিনির্মাণের লক্ষ্যকে সামনে রেখে সমাজের দুস্থ, অসহায়, এতিম, বেকার, প্রতিবন্ধী, বিধবা ও স্বামী পরিত্যক্তা, অবহেলিত অনগ্রসর, হতদরিদ্র, পশ্চাদপদ, অনগ্রসর সক্ষম মহিলা, সামাজিক নিরাপত্তার আওতাভুক্ত জনগোষ্ঠী, আইনের সাথে সংঘাতে জড়িত জনগোষ্ঠীকে তাদের জীবনমান উন্নয়নের মাধ্যমে সমাজের মূল স্রোতধারায় অন্তর্ভুক্ত করণের নিমিত্ত সমাজসেবা অধিদপ্তরের মাধ্যমে বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়ন করে আসছে। এ সকল প্রকল্পের আওতায় পশ্চাৎপদ ও অনগ্রসর জনগোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের জন্য বিভিন্ন কর্মমুখী ও বাস্তবসম্মত উপার্জন উপযোগী

প্রশিক্ষণ এবং সামাজিক স্বাস্থ্য সুরক্ষার জন্য ২০-৮০% এবং ৪০-৬০% অনুপাতে উদ্যোগী সংস্থা ও সরকারি সহায়তায় বিশেষায়িত হাসপাতাল ও সেবা কেন্দ্রসমূহ স্থাপন করা হচ্ছে। সমাজসেবা অধিদপ্তর কর্তৃক ২০২২-২৩ অর্থবছরে ৩৯টি প্রকল্প ও একটি কর্মসূচি বাস্তবায়নাধীন রয়েছে।

৬.২ জেলা সমাজসেবা কমপ্লেক্স নির্মাণ প্রকল্প

সমাজসেবা অধিদপ্তর কর্তৃক ৬৪ জেলায় জেলা সমাজসেবা কমপ্লেক্স নির্মাণ প্রকল্পের মাধ্যমে প্রথম পর্যায়ে ২২টির মধ্যে ১৭টি জেলা সমাজসেবা কমপ্লেক্স নির্মাণ সম্পন্ন হয়েছে যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক উদ্বোধনের অপেক্ষায় রয়েছে।

৬.৩ CTM প্রকল্প

ক্যাশ ট্রান্সফার মডার্নাইজেশন (সিটিএম) প্রকল্পের মাধ্যমে সারাদেশে জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে ৪৬৫০ জন সমাজকর্মীকে আধুনিক ট্যাব এবং ৫৭০টি মোটর সাইকেল প্রদান করা হয়েছে।

৬.৪ প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন প্রকল্প

বাংলাদেশের প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়নের লক্ষ্যে সমাজসেবা অধিদপ্তর কর্তৃক 'বাংলাদেশের প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন' প্রকল্প গ্রহণ করা হয়। এ প্রকল্পের মাধ্যমে প্রান্তিক পেশাজীবী যথা: কামার, কুমার, নাপিত, বাঁশ-বেত পণ্য, কাঁসা-পিতল সামগ্রী, মুচি, বাদ্যযন্ত্র, বাদক, নকশিকাঁথা, শীতলপাটি-শতরঞ্জি তৈরির এ ধরনের সনাতন পেশার সাথে সম্পৃক্ত হারিয়ে যেতে বসেছে এমন পেশাজীবী ২৬,৩৪৩ জনকে বিভিন্ন ট্রেডভিত্তিক প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে এবং প্রশিক্ষণ শেষে ২০,২১৬ জনকে ১৮,০০০ টাকা করে আর্থিক সহায়তা প্রদানের মাধ্যমে মূল স্রোতধারায় আনয়ন করা হয়েছে। চা শিল্প জাতীয় অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করলেও চা-শ্রমিকদের জীবনমানে তেমন কোনো উন্নয়ন হয়নি। এ অবস্থা থেকে উত্তরণের লক্ষ্যে সরকার ২০১২-১৩ অর্থবছরে সমাজসেবা অধিদপ্তরের মাধ্যমে 'চা শ্রমিকদের জীবনমান উন্নয়ন কর্মসূচি' চালু করে। বর্তমানে এ কর্মসূচির আওতায় ৫০ হাজার শ্রমিককে বছরে একবার এককালীন ৫ হাজার টাকা হিসেবে আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হচ্ছে।

৭.০ মানবকল্যাণ পদক

ডিজিটাল সেবা ও শিক্ষার ক্ষেত্রে বিভিন্ন শ্রেণির প্রতিবন্ধী ব্যক্তিবর্গের অভিগম্যতা নিশ্চিত করনার্থে সমাজসেবার গৃহিত কার্যক্রম সমুহ দুর্বার গতিতে চলমান রয়েছে। মানবকল্যাণে বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার ব্যক্তি ও সংগঠনকে উৎসাহ প্রদানের নিমিত্ত ২০২০ সালে পদক প্রদানের সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়। সে অনুযায়ী ২০২৩ এ প্রথম সমাজহিতৈষী ব্যক্তিবর্গ ও প্রতিষ্ঠানসমূহকে ২০২০ এবং ২০২১ সালে গৌরবোজ্জল ভূমিকা রাখার জন্য মানবকল্যাণ পদকে প্রদান করা হয়েছে।